তারিখ 07 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

আজকের কাগজ

শিক্ষাচর্চা ও একটি লাইব্রেরির মৃত্যুঘন্টা

বংশাই নদীর প্রায় তীর ঘেঁষে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ভবনটিই সাভারের একমাত্র পাবলিক লাইব্রেরি। লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর ইতিমধ্যে পেরিয়ে গেছে ৫০ বছর। ঐতিহ্যবাহী এ লাইব্রেরিটি এক সময়ে এ অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার ও সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হলেও আজ আর সে জৌলুস নেই। পার্শ্ববর্তী বংশাই নদীর বয়ে চলা জলের মতোই এ লাইব্রেরির বিবর্তন ঘটেছে। বিংশ শতাব্দির দ্বার প্রান্তে এসে লাইব্রেরিটি তার স্বকীয়তা থেকে সরে এসেছে অনেক দূরে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হলো–যারা লাইব্রেরিটিকে তার উদ্দেশ্য থেকে নিজস্ব স্বার্থে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে, তাদেরই পৃষ্ঠা পোষকতায় লাইব্রেরির অন্তরালে বসছে জুয়ার আসর। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর গভীর রাত অবধি এখানে চলে "হাইড্রোজেন" নামের জুয়ার আসর। "ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যের" প্রতিবাদ জানিয়েছে এলাকার শিক্ষানুরাগী সচেতন মহল। কিন্তু কোন ফল হয়নি। এরকম নির্বিবাদেই জুয়ার আসর চলছে তার আপনগতিতে। লাইব্রেরির চারপাশ ঘিরে রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সাভার থানা, অধরচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয় ও সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানো যায়নি লাইব্রেরিটিকে।

যত্নের সঙ্গে। সাভারের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এ নন্দিত জমিদার ব্যক্তিজীবনে ছিলেন নিঃসন্তান। বিশাল জমিদারী তদারকির জন্যে তিনি দত্তক নেন, ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী হৃষিকেশ সাহাকে। মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী হিসেবে তিনি সমস্ত সম্পত্তি উইল করে যান হৃষিকেশ সাহার নামে। হৃষিকেশ সাহাও তার বাবা রাখাল চন্দ্র সাহার দানশীলতা ও মহানুভবতায় হয়েছিলেন অনুপ্রাণিত। বিদ্যালয় সংক্রান্ত যাবতীয় দান ছাড়াও বাবার ঐতিহ্য ও স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন এই পাবলিক লাইব্রেরি। এলাকার শিক্ষা বিস্তার ও উন্নত সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এ লাইব্রেরিটির নামকরণ করা হয়। "রাখাল চন্দ্র স্মৃতি ভবন"। সে সময় সকল শ্রেণীর পাঠকদের পদভারে লাইব্রেরি প্রাঙ্গণ ছিলো মুখরিত। ৮ বছরের শিশু থেকে ৮০ বছরের অশীতিপর বৃদ্ধের আগমন ঘটতো এই লাইব্রেরিতে। শাস্ত্রীয়, সামাজিক, সাহিত্য ও ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দুর্লভ লাইব্রেরির সেলফে। অবিভক্ত ভারত বর্ষের বিভিন্ন স্থানসহ দূর-দূরান্ত থেকে লাইব্রেরির নামে পাঠানো হতো মূল্যবান পত্রিকাসহ বিভিন্ন ধরনের বই-পুস্তক। লাইব্রেরিতে পদার্পণ ঘটেছিলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিখ্যাত

লোকমুখে এখনও লাইব্রেরিটির নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হলেও কার্যক্রমে এর অস্তিত্ব এখন বিলুপ্তি'র পথে। অর্ধশতাব্দির ঐতিহ্যবাহী এ লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে এক ঐতিহাসিক পটভূমি। ৪০-এর দশকে এ লাইব্রেরিটির নিয়মিত একজন পাঠক ছিলেন, শ্রী জগদীশ চন্দ্র রায়। বর্তমানে তিনি লাইব্রেরি সংলগ্ন অধরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বৃষ্টিঝড়া আষাঢ়ের এক পড়ন্ত বিকেলে তার মুখোমুখি হতেই

ধরলেন, সেই ঐতিহাসিক পটভূমির চিত্র। সে ধারার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করে ব্যক্ত করলেন ক্ষোভ ও হতাশা। বললেন, লাইব্রেরিটিতে আমাদের যাবার পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। জুয়াড়িদের দাপটে-এর অস্তিত্ব এখন বিলীন হবার উপক্রম। তিনি জানালেন, লাইব্রেরিটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন জমিদার তনয় শ্রী হৃষিকেশ সাহা। স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার রাখাল চন্দ্র সাহা, তার বাবার ঐতিহ্য তুলে ধরে জমিদার বাবার নামানুসারে বিশাল সম্পত্তির ওপর ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন অধর চন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়। সে সময় নানা প্রতিকূলতা ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বিদ্যানুরাগী জমিদার রাখালচন্দ্র সাহা এলাকার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বিদ্যালয় পরিচালনায় সার্বিক আর্থিক আনুকূল্য অব্যাহত রেখেই প্রাতঃভ্রমণ করে প্রতিটি ছাত্রের লেখাপড়ার যাবতীয় খোঁজ খবর নিতেন অত্যন্ত

রাজনৈতিক নেতা লীলারায়। তৎকালীন ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট- এফ ও বেল, ডিএমএস রহমত উল্লাহ, শিক্ষা বিভাগের রেঞ্জ পরিদর্শক স্টেপলটন, ফিল্ড মার্শাল-আইয়ুব খান প্রমুখ। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ধারা গড়ে তোলার স্বার্থে এ অঞ্চলে প্রথম টেলিভিশন এসেছিলো এই লাইব্রেরিতে ১৯৬৬ সালে। যা লাইব্রেরিকে করেছিলো আরো আকর্ষণীয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই লাইব্রেরি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী একটি শক্তিশালী কমিটিকে। পরবর্তীকালে অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে লাইব্রেরী তাঁর উদ্দেশ্য ও ঐতিহ্য থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যেতে থাকে। একপর্যায়ে লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে অবক্ষয় ও অসামাজিক চর্চা। লাইব্রেরির মধ্যেই সাভার কালচারাল স্পোর্টিং এসোসিয়েশন নামের একটি সাইনবোর্ড গুঁজে দেয়া হয়েছে। অবক্ষয় এখন অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে লাইব্রেরিটিকে। পাশেই জাতির অতন্দ্র প্রহরী মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থাকলেও তারা কী প্রহরী দিয়ে চলেছেন এ অবক্ষয় কে? এ প্রশ্ন লাইব্রেরি রোড দিয়ে যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষের। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াও বেসরকারি উদ্যোগ লাইব্রেরিকে পুনরায় তার স্থানে বসাতে পারে, নব প্রজন্মের জন্যে রোধ করতে পারে অবক্ষয়- কিন্তু জুয়াড়িদের দাপটে সে সুযোগ কোথায়? লাইব্রেরিতে নিষিদ্ধ হোক জুয়া খেলা, একে গড়ে তোলা হোক তার নিজস্ব ধারায় এ প্রত্যাশা এলাকার সকলের।

জাহিদুর রহমান